

শ্রিমিয়ার ইউনিভার্সিটির সমাজতত্ত্ব ও টেকসই উন্নয়ন বিভাগে পৌষ পার্বণ

শ্রিমিয়ার ইউনিভার্সিটির জিইসি মোড়স্থ ক্যাম্পাসে সমাজতত্ত্ব ও টেকসই উন্নয়ন বিভাগের উদ্যোগে পৌষ-পার্বণ-২০২৫ আয়োজন করা হয়েছে। গতকাল বৃহস্পতিবার সকাল ১১টায় উৎসবে প্রধান অতিথি ছিলেন শ্রিমিয়ার ইউনিভার্সিটির কলা ও সমাজবিজ্ঞান অনুষদের ডিন প্রফেসর ড. মোহীত উল আলম। বিশেষ অতিথি ছিলেন রেজিস্ট্রার মোহাম্মদ ইফতেখার মনির। বিভাগের কো-অর্ডিনেটর সহকারী অধ্যাপক ড. সাদিকা সুলতানা চৌধুরীর সভাপতিত্বে উৎসবের উদ্বোধন করেন প্রফেসর ড. মোহীত উল আলম।

তিনি বলেন, পিঠা উৎসব খুবই আনন্দের। কিন্তু পিঠা তৈরির উপকরণ যেখান থেকে এসেছে, সেই জায়গাটা আনন্দের নয়। গ্রামের কৃষকের কঠোর শ্রম ও ঘাম এই উপকরণ অর্থাৎ চাল বা ধানের সঙ্গে জড়িত। তারাই এই চাল বা ধান উৎপাদন করে থাকে। কিন্তু তারপরও তাদের দারিদ্র ঘোচে না। পিঠা উৎসবের পাশাপাশি শিক্ষার্থীদের এই বিষয়টা মনে রাখা দরকার। তাতে তাদের মধ্যে দেশপ্রেম জাগ্রত হবে।

এ সময় উপস্থিত ছিলেন সহকারী প্রক্টর মীর মো. তরিকুল আলম, প্রভাষক অর্পা পাল ও আবদুল্লাহ আল মোজাহিদ। পৌষ পার্বণ-২০২৫ এ পিঠা ও গহনা প্রদর্শনী ছিল। পিঠা প্রদর্শনীতে পৌষের পসরা, পিঠাকুঞ্জ, পানতোয়া, পাহাড়িয়ানা, চিরায়ত পিঠাঘর, ওড়ে তো পিঠা, মেহজাবিন ডেজার্ট হেভেন ও পিঠা পার্বণ প্রভৃতি স্টল বাঙালি ও পাহাড়ি পিঠা প্রদর্শন করে। পিঠাগুলোর মধ্যে ছিল নকশি পাক্কন, ফুলঝুরি পিঠা, দুধপুলি, মুকুরি, পাটিসাপটা, ছই পাক্কন, নারকেল পুলি, গোলাপের পিঠা, সুজির রসবরা, গুড়ের পায়েস, পানতোয়া, পোয়া, জামাই পিঠা, ভাঁপা পিঠা, চুই পিঠা, ও বাড়া পিঠা প্রভৃতি। প্রেস বিজ্ঞপ্তি।



শ্রিমিয়ার ইউনিভার্সিটির সমাজতত্ত্ব ও টেকসই উন্নয়ন বিভাগে পৌষ পার্বণ পরিদর্শন করছেন প্রফেসর ড. মোহীত উল আলম

দৈনিক পূর্বকোণ

দেশসেরা আঞ্চলিক দৈনিকের স্বীকৃতিপ্রাপ্ত

৩৯তম বর্ষ ৩১৮তম সংখ্যা ।। ২৬ পৌষ ১৪৩১ বঙ্গাব্দ ।। ৯ রজব ১৪৪৬ হিজরি ।। Friday 10 January 2025

www.dainikpurbokone.net www.edainikpurbokone.net f /DailyPurbokone t /DailyPurbokone

প্রিমিয়ার ইউনিভার্সিটির সমাজতত্ত্ব ও টেকসই উন্নয়ন বিভাগে পৌষ পার্বণ

প্রিমিয়ার ইউনিভার্সিটির জিইসি মোড়স্থ ক্যাম্পাসে সমাজতত্ত্ব ও টেকসই উন্নয়ন বিভাগের উদ্যোগে পৌষ পার্বণ-২০২৫ আয়োজন করা হয়েছে। গতকাল (৯ জানুয়ারি) বৃহস্পতিবার এই উৎসবে প্রধান অতিথি ছিলেন প্রিমিয়ার ইউনিভার্সিটির কলা ও সমাজবিজ্ঞান অনুষদের ডিন প্রফেসর ড. মোহীত উল আলম। বিশেষ অতিথি ছিলেন রেজিস্ট্রার মোহাম্মদ ইফতেখার মনির। বিভাগের কো-অর্ডিনেটর সহকারী অধ্যাপক ড. সাদিকা সুলতানা চৌধুরীর সভাপতিত্বে উৎসবের উদ্বোধন করেন প্রফেসর ড. মোহীত উল আলম। তিনি বলেন, পিঠা উৎসব খুবই আনন্দের। কিন্তু পিঠা তৈরির উপকরণ যেখান থেকে এসেছে, সেই জায়গাটা আনন্দের নয়। গ্রামের কৃষকের কঠোর শ্রম ও ঘাম এই উপকরণ অর্থাৎ চাল বা ধানের সঙ্গে জড়িত। তারাই এই চাল বা ধান উৎপাদন করে থাকে। কিন্তু তারপরও তাদের দরিদ্র ঘোচে না। পিঠা উৎসবের পাশাপাশি শিক্ষার্থীদের এই বিষয়টা মনে রাখা দরকার। তাতে তাদের মধ্যে দেশপ্রেম জাগ্রত হবে। এ সময় উপস্থিত ছিলেন সহকারী প্রক্টর মীর মো. তরিকুল আলম, সমাজতত্ত্ব ও টেকসই উন্নয়ন বিভাগের প্রভাষক অর্পা পাল ও আবদুল্লাহ আল মোজাহিদ। পৌষ পার্বণ-২০২৫-এ পিঠা ও গহনা প্রদর্শনী ছিল। পিঠা প্রদর্শনীতে পৌষের পসরা, পিঠাকুঞ্জ, পানতোয়া, পাহাড়িয়ানা, চিরায়ত পিঠাঘর, ওভে তো পিঠা, মেহজাবিন ডেজার্ট হেভেন ও পিঠা পার্বণ প্রভৃতি স্টল বাঙালি ও পাহাড়ি পিঠা প্রদর্শন করে। পিঠাগুলোর মধ্যে ছিল নকশি পাক্কন, ফুলবুরি পিঠা, দুধ-পুলি, মুক্করি, পাটসাপ্টা, ছই পাক্কন, নারকেল পুলি, গোলাপের পিঠা, সুজির রসবরা, গুড়ের পায়োস, পানতোয়া, পোয়া, জামাই পিঠা, ভাঁপা পিঠা, চুই পিঠা, চিতই পিঠা, ব্যামু সিকেন, ফ্রাওসা লাকসু, কলা পাতার পিঠা, সাইন্না পিঠা, পয়জারা, চিকেন লাকসু ও বাড়া পিঠা প্রভৃতি।-বিজ্ঞপ্তি



প্রিমিয়ার ইউনিভার্সিটির সমাজতত্ত্ব ও টেকসই উন্নয়ন বিভাগে পৌষ পার্বণ-২০২৫ পরিদর্শন করছেন প্রফেসর ড. মোহীত উল আলম ও অন্যরা



প্রিমিয়ার ইউনিভার্সিটির পৌষ পার্বণ মেলা পরিদর্শন করেন প্রফেসর ড. মোহীত উল আলম ও অন্যান্য

প্রিমিয়ার ইউনিভার্সিটির সমাজতত্ত্ব বিভাগে পৌষ পার্বণ

প্রিমিয়ার ইউনিভার্সিটির জিএস মোড়স্থ ক্যাম্পাসে সমাজতত্ত্ব ও টেকসই উন্নয়ন বিভাগের উদ্যোগে পৌষ পার্বণ-২০২৫ আয়োজন করা হয়েছে। ৯ জানুয়ারি সকাল ১১টায় এই উৎসবে প্রধান অতিথি ছিলেন প্রিমিয়ার ইউনিভার্সিটির কলা ও সমাজবিজ্ঞান অনুষদের ডিন প্রফেসর ড. মোহীত উল আলম। বিশেষ অতিথি ছিলেন রেজিস্ট্রার মোহাম্মদ ইফতেখার মনির। বিভাগের কো-অর্ডিনেটর সহকারী অধ্যাপক ড. সাদিকা সুলতানা চৌধুরীর সভাপতিত্বে উৎসব উদ্বোধন করেন প্রফেসর ড. মোহীত উল আলম। তিনি বলেন, পিঠা উৎসব খুবই আনন্দের। কিন্তু পিঠা তৈরির উপকরণ যেখান থেকে এসেছে, সেই জায়গাটা আনন্দের নয়। গ্রামের কৃষকের কঠোর শ্রম ও ঘাম এই উপকরণ অর্থাৎ চাল বা ধানের সঙ্গে জড়িত। তারাই এই চাল বা ধান উৎপাদন করে থাকে। কিন্তু তারপরও তাদের দারিদ্র ঘোচে না।

রেজিস্ট্রার মোহাম্মদ ইফতেখার মনির বলেন, শহরকেন্দ্রিক জীবন গড়ে উঠার প্রবণতার কারণে আমাদের গ্রামের পিঠা সংস্কৃতি মলিন হয়ে গেছে। কিন্তু বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষার্থীরা পিঠা উৎসবের মাধ্যমে সেই পিঠা সংস্কৃতি আবার উজ্জ্বল করে তুলছে। এসময় উপস্থিত ছিলেন সহকারী প্রক্টর মীর মো. তরিকুল আলম, সমাজতত্ত্ব ও টেকসই উন্নয়ন বিভাগের প্রভাষক অর্পা পাল ও আবদুল্লাহ আল মোজাহিদ। পৌষ পার্বণ-২০২৫-এ পিঠা ও গহনা প্রদর্শনী ছিল। পিঠা প্রদর্শনীতে পৌষের পসরা, পিঠাকুঞ্জ, পানতোয়া, পাহাড়িয়ানা, চিরায়ত পিঠাঘর, ওড়ে তো পিঠা, মেহজাবিন ডেজার্ট হেভেন ও পিঠা পার্বণ প্রভৃতি স্টল বাঙালি ও পাহাড়ি পিঠা প্রদর্শন করে। পিঠাগুলোর মধ্যে ছিল নকশি পাক্কন, ফুলবারি পিঠা, দুধপুলি, মুক্করি, পাটিসাপ্টা, ছই পাক্কন, নারকেল পুলি, গোলাপের পিঠা, সুজির রসবরা, ওড়ের পায়েস, পানতোয়া, পোয়া, জামাই পিঠা, ভাঁপা পিঠা, চুই পিঠা, চিতই পিঠা, ব্যাম্বু সিকেন, ফ্রাওসা লাকসু, কলা পাতার পিঠা, সাইন্না পিঠা, পয়জারা, চিকেন লাকসু ও বাড়া পিঠা প্রভৃতি। খেলাধুলা ও সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানের আয়োজনের পরে পৌষ পার্বণ-২০২৫-এর সমাপ্ত হয়। বিজ্ঞপ্তি



মিডিয়া সঙ্গীত শ্রমিক সংগঠন

সুপ্রভাত

সুপ্রভাত বাংলাদেশ | SUPROHAT BANGLADESH

suprohat.com | esuprohat.com | facebook.com/suprohat

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের
অসাম্প্রদায়িক চেতনাশিক্ষার্থীদের উৎসাহিত করতে
শিক্ষাবৃত্তি জুমিকা পালন করেসোহানের কাছে
হারসো বরিশাল

শৈত্যপ্রবাহে জলমুর্জেগ কমাতে সচেষ্ট হতে হবে
আমাদের মুখে দিয়েছে হেঁচকি উত্তরায়মান হলে
জায়গার ভর-হতে পারে শৈত্যপ্রবাহ। যদিও এ শৈত্যপ্রবাহ
ভয়ঙ্কর ওপর দিয়ে যাবে না বলে অসহায়তা অবিলম্বে
সুখে আসা গেছে।

শিল্পিত পৃষ্ঠা: ২



প্রিমিয়ার ইউনিভার্সিটির সমাজতত্ত্ব ও টেকসই উন্নয়ন বিভাগে পৌষ পার্বণ-২০২৫ পরিদর্শন করছেন প্রফেসর ড. মোহীত উল আলম ও অন্যরা

প্রিমিয়ার ইউনিভার্সিটি সমাজতত্ত্ব ও টেকসই উন্নয়ন বিভাগে পৌষ পার্বণ

প্রিমিয়ার ইউনিভার্সিটির জিইসি মোড়স্থ ক্যাম্পাসে সমাজতত্ত্ব ও টেকসই উন্নয়ন বিভাগের উদ্যোগে পৌষ পার্বণ-২০২৫ আয়োজন করা হয়েছে। গতকাল বৃহস্পতিবার সকাল ১১টায় এই উৎসবে প্রধান অতিথি ছিলেন প্রিমিয়ার ইউনিভার্সিটির কলা ও সমাজবিজ্ঞান অনুষদের ডিন প্রফেসর ড. মোহীত উল আলম। বিশেষ অতিথি ছিলেন রেজিস্ট্রার মোহাম্মদ ইফতেখার মনির। বিভাগের কো-অর্ডিনেটর সহকারী অধ্যাপক ড. সাদিকা সুলতানা চৌধুরীর সভাপতিত্বে উৎসবের উদ্বোধন করেন প্রফেসর ড. মোহীত উল আলম। তিনি বলেন, পিঠা উৎসব খুবই আনন্দের। কিন্তু পিঠা তৈরির উপকরণ যেখান থেকে এসেছে, সেই জায়গাটা আনন্দের নয়। গ্রামের কৃষকের কঠোর শ্রম ও যাম এই উপকরণ অর্থাৎ চাল বা ধানের সঙ্গে জড়িত। তারাই এই চাল বা ধান উৎপাদন করে থাকে। কিন্তু তারপরও তাদের দারিদ্র্য ঘোচে না। পিঠা উৎসবের পাশাপাশি শিক্ষার্থীদের এই বিষয়টা মনে রাখা দরকার। তাতে তাদের মধ্যে দেশপ্রেম জাগ্রত হবে। রেজিস্ট্রার মোহাম্মদ ইফতেখার মনির বলেন, শহরকেন্দ্রিক জীবন গড়ে উঠার প্রবণতার কারণে আমাদের গ্রামের পিঠা সংস্কৃতি মলিন হয়ে গেছে। কিন্তু বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষার্থীরা পিঠা উৎসবের মাধ্যমে সেই পিঠা সংস্কৃতি আবার উজ্জ্বল করে তুলছে। ড. সাদিকা সুলতানা চৌধুরী বলেন, শীত উদযাপনের একটি ঐতিহ্যবাহী অনুষ্ঠান হলো পিঠাপুলি উৎসব। এর মাধ্যমে আমরা ঐতিহ্য সংরক্ষণ করতে পারি, একই সঙ্গে স্মরণ করতে পারি আমাদের পূর্বপুরুষের সংস্কৃতি। এ সময় উপস্থিত ছিলেন সহকারী প্রক্টর মীর মো. তরিকুল আলম, সমাজতত্ত্ব ও টেকসই উন্নয়ন বিভাগের প্রভাষক অর্পা পাল ও আবদুল্লাহ আল মোজাহিদ। পৌষ পার্বণ-২০২৫-এ পিঠা ও গহনা প্রদর্শনী ছিল। পিঠা প্রদর্শনীতে পৌষের পসরা, পিঠাকুঞ্জ, পানতোয়া, পাহাড়িয়ানা, চিরায়ত পিঠাঘর, ওড়ে তো পিঠা, মোহজাবিন ডেজার্ট হেভেন ও পিঠা পার্বণ প্রভৃতি স্টল বাঙালি ও পাহাড়ি পিঠা প্রদর্শন করে। পিঠাগুলোর মধ্যে ছিল নকশি পাকান, ফুলঝুরি পিঠা, দুধপুলি, মুকুরি, পাটিসাপটা, ছই পাকান, নারকেল পুলি, গোলাপের পিঠা, সুজির রসবরা, গুড়ের পায়োস, পানতোয়া, পোয়া, জমাই পিঠা, ভাঁপা পিঠা, চুই পিঠা, চিতই পিঠা, ব্যাম্বু সিকেন, ফ্রাওসা লাকসু, কলা পাতার পিঠা, সাইন্লা পিঠা, পয়জারা, চিকেন লাকসু ও বাড়া পিঠা প্রভৃতি। খেলাধুলা ও সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানের আয়োজনের পরে পৌষ পার্বণ-২০২৫-এর সমাপ্তি ঘটে। বিজ্ঞপ্তি